জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড় এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মো: জহুরুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়
সভার স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, পঞ্চগড়
সময় : বেলা ১১.০০ টা
সভার তারিখ : ০৮ মে ২০২৩

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা নথিতে সংরক্ষিত আছে।

সভার শুরুতে উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। অত:পর সভাপতি গম, বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমের গম, ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপনের জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পঞ্চগড় ও সদস্য সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পঞ্চগড় গম, বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমের গম, ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে সভায় নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>অভ্যন্তরীণ গম, বোরো ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমের লক্ষ্যমাত্রা</td><td>সভাপতির অনুমতিক্রমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং সদস্য সচিব, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড় সভাকে অবহিত করেন যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ৬৮ নম্বর ও খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা'র ৩০/০৪/২০২৩ খ্রি: তারিখের ৯৩ নম্বর স্মারকমূলে গমের লক্ষ্যমাত্রা, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০২/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ৭১ নম্বর ও খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা'র ০২/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ৯৬ নম্বর স্মারকমূলে ধানের লক্ষ্যমাত্রা ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ৭৩ নম্বর ও খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা'র ০৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ১০০ নম্বর স্মারকমূলে নিম্নরুপ বোরো সিদ্ধ চালের সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা, সংগ্রহ মূল্য ও সংগ্রহ মেয়াদ সম্বলিত তথ্য পাওয়া যায়।

* গম সংগ্রহ মূল্য প্রতি কেজি ৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ) টাকা
* গম সংগ্রহের সময়সীমা ০৭/০৫/২০২৩ হতে ৩১/০৭/২০২৩ পর্যন্ত

* বোরো ধানের সংগ্রহ মূল্য প্রতি কেজি: ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা
* বোরো ধান সংগ্রহের সময়সীমা : ০৭/০৫/২০২৩ হতে ৩১/০৮/২০২৩ পর্যন্ত
* বোরো সিদ্ধ চালের সংগ্রহ মূল্য প্রতি কেজি : ৪৪.০০ (চুয়াল্লিশ) টাকা

* মিলারদের সাথে বোরো সিদ্ধ চাল চুক্তির সময়সীমা: ১৮/০৫/২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত
* বোরো সিদ্ধ চাল সংগ্রহের সময়সীমা ০৭/০৫/২০২৩ হতে ৩১/০৮/২০২৩ পর্যন্ত
* ৩০ কেজি ধারণ ক্ষমতার প্রতিটি বস্তার ক্ষেত্রে জামানত ৬০/-(ষাট) টাকা
* ৫০ কেজি ধারণ ক্ষমতার প্রতিটি বস্তার ক্ষেত্রে জামানত ১০০/-(একশত) টাকা
জেলার গম, বোরো ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">ক্র. নং</th><th rowspan="2">উপজেলার নাম</th><th colspan="3">লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টনে)</th></tr>
<tr><th>গম</th><th>ধান</th><th>চাল (সিদ্ধ)</th></tr>
<tr><td>১</td><td>পঞ্চগড় সদর</td><td>১৭৭৮</td><td>২৬৯</td><td>৪০২৪</td></tr>
<tr><td>২</td><td>বোদা</td><td>৯৯০</td><td>৯৬৬</td><td>১৩৪২</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>দেবীগঞ্জ</td><td>৬২০</td><td>৮৬২</td><td>৩০৩৪</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>আটোয়ারী</td><td>১৩৫৫</td><td>৩৩৮</td><td>৯৪৬</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>তেঁতুলিয়া</td><td>২০৪৬</td><td>৪১৭</td><td>১২৫৩</td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট</td><td>৬৭৮৯</td><td>২৮৫২</td><td>১০৫৯৯</td></tr>
</table>
উল্লেখ্য যে, চলমান বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে এখনও আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া যায়নি। আতপ চালের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া মাত্র বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করত: সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুলিপি প্রেরণ করা হবে।</td><td>এ জেলার অনুকূলে প্রাপ্ত গম, ধান ও সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সরকারি মজুদ গড়ে তোলার স্বার্থে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এ উল্লেখিত সরকারি বিনির্দেশ সম্মত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহ করতে হবে।</td><td>জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)</td></tr>
</table>

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০২	উপজেলা পর্যায়ে সভা আয়োজন	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় বলেন, বর্তমানে গম, বোরো ধান ও সিদ্ধ চালের বাজার দর সংগ্রহ মূল্যের অনুকূলে থাকায় উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড় মহোদয়ের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সদস্য, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি আগামী ১১/৫/২০২৩ খ্রি: তারিখের মধ্যেই সকল উপজেলা সংগ্রহ কমিটির সভা অনুষ্ঠানের জন্য সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	আগামী ১১/৫/২০২৩ খ্রি: তারিখের মধ্যে সকল উপজেলার উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা আহ্বান করত: সম্পন্ন করতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ২। উপজেলা কৃষি অফিসার (সকল) ৩। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
০৩	গম সংগ্রহ	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় বলেন, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা'র ১৭/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ১৩৯ নং স্মারকে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ এর ৯(ক) উপ-অনুচ্ছেদের সংশোধনী অনুযায়ী উপজেলার সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদনের আনুপাতিক হারে ইউনিয়ন/ পৌরসভাওয়ারী বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রকৃত কৃষকদের তালিকা হতে উন্মুক্ত লটারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন করতে হবে। প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষক নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট উপজেলার গম চাষীদের তালিকা দ্রুততম সময়ের মধ্যে যাতে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করেন সে বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ের মাধ্যমে উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পঞ্চগড় এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি চলমান সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে গম চাষী কৃষকের তালিকা দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণের জন্য গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পঞ্চগড় এর প্রতিনিধি সভায় জানান যে, গম চাষী কৃষকদের তালিকা দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির নিকট জমা প্রদান করা হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় আরও উল্লেখ করেন যে, কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রদানের স্বার্থে যেসব এলাকায় কৃষকদের তালিকা পেতে বিলম্ব হবে সেসব এলকায় গত বছরের তালিকা অনুসরণ করে লটারি অথবা আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে গম ক্রয় করতে হবে। গম ক্রয়ের সময় ক্রয়কারী কর্মকর্তা অবশ্যই গম চাষীর জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত গম চাষী সনাক্ত করবেন।	১। উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি উপজেলার গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদনের আনুপাতিক হারে পৌরসভা/ ইউনিয়নওয়ারি বিভাজন করবেন। ২। যে উপজেলায় একাধিক এল.এস.ডি আছে সেখানে এক বা একাধিক ইউনিয়নকে এল.এস.ডি'র সাথে সংযুক্ত (ট্যাগ) করে সংশ্লিষ্ট এল.এস.ডি'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন। ৩। উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি'র নিকট সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা চলতি মৌসুমের গম চাষীদের হালনাগাদ তালিকা আগামী ১৫/০৫/২০২৩ খ্রি: তারিখের মধ্যে খাদ্য বিভাগের নিকট সরবরাহ করবেন। উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি সরবরাহকৃত তালিকা হতে শীঘ্রই গম সংগ্রহ শুরুর লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে উন্মুক্ত লটারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন করবেন। লটারীতে নির্বাচিত তালিকার ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা নিবেন। ৪। কৃষকদের তালিকা পেতে বিলম্ব হলে গত বছরের তালিকা অনুসরণ করে লটারি অথবা আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে গম ক্রয় করতে হবে। ৫। কৃষি বিভাগ হতে প্রাপ্ত কৃষক তালিকা হতে ২/১ দিনের মধ্যে লটারী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। লটারী কার্যক্রম সম্পন্ন করার সময় লটারীতে বিজয়ী সমপরিমাণ অপেক্ষমান অতিরিক্ত গম চাষীর তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে। লটারী বিজয়ী গম চাষীকে অবশ্যই ০৩ (তিন) সপ্তাহ বা ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে এলএসডিতে গম সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তালিকাভূক্ত কোন গম চাষী যথাসময়ে এলএসডিতে গম সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত গম বাতিল করা হবে। তদস্থলে অপেক্ষমান গম চাষীর তালিকা হতে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে গম ক্রয় করা হবে। লটারীতে নির্বাচিত ও অনুমোদিত গম চাষীর নিকট হতে বিনির্দেশ সম্মত গম ক্রয় করা হবে। ৬। গম ক্রয়ের সময় ক্রয়কারী কর্মকর্তা অবশ্যই গম চাষীর জাতীয় পরিচয়পত্র/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত গম চাষী সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভূত কারো নিকট হতে গম ক্রয় করা যাবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কর্মকর্তা এবং মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।	উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০৪	গম সরবরাহের পরিমাণ	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সভায় উল্লেখ করেন যে, নীতিমালা অনুযায়ী ০১ (এক) জন কৃষক সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) বস্তায় ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) কেজি গম এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মে.টন পর্যন্ত গম এলএসডিতে সরবরাহ করার নির্দেশনা রয়েছে।	অধিক সংখ্যক কৃষককে সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ০১ (এক) জন কৃষক সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) বস্তায় ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) কেজি এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মে.টন পর্যন্ত গম এলএসডিতে সরবরাহ করতে পারবেন।	সংশ্লিষ্ট সকল
০৫	কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় উল্লেখ করেন যে, 'কৃষকের অ্যাপ' সফটওয়ারের মাধ্যমে চলতি বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ, আটোয়ারী ও তেঁতুলিয়া উপজেলার কৃষকের বোরো ধান সংগ্রহ করা হবে। অ্যাপ ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে নিবন্ধন, বিক্রয়ের অনুমোদন, বরাদ্দের সর্বশেষ এবং ডাব্লিউকিউ আদেশ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে। বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী কৃষকগণকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি ব্লকে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও- ইউনিয়ন/ পৌরসভাওয়ারীউদ্যোক্তার সাথে ডিজিটাল সেন্টার এর হবে। যোগাযোগ করতে 'কৃষকের অ্যাপ' এর বিষয়টি বহুল প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণকে মাইকিং, পোস্টার ও লিফলেট এর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জনাব মজাহারুল হক প্রধান, মাননীয় সংসদ সদস্য, পঞ্চগড়-১ আসন ও উপদেষ্টা, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি'র পক্ষে জনাব মো: আবু সারোয়ার বকুল দ্রুততম সময়ের মধ্যে জেলার লক্ষ্যমাত্রাকৃত বোরো ধান সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অনুরোধ করেন।	১। পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ, আটোয়ারী ও তেঁতুলিয়া উপজেলার কৃষকগণ 'কৃষকের অ্যাপ' ব্যবহার করে ধান বিক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষক হিসেবে নিবন্ধন, ধান বিক্রির আবেদন, অনুমোদন, বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তি, ধান বিক্রি এবং মূল্য প্রাপ্ত হবেন। ২। পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ, আটোয়ারী ও তেঁতুলিয়া উপজেলায় কৃষক পর্যায়ে 'কৃষকের অ্যাপ' ব্যাপক প্রচার করতে হবে। এছাড়া কৃষককে ন্যায্যমূল্য প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৩ এর আওতায় ধান সংগ্রহের কার্যক্রমটি পঞ্চগড় জেলাধীন বড় বড় হাট বাজারে ব্যাপক প্রচার করার বিষয়ে জেলা তথ্য অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও মনিটরিং কমিটিকে অনুরোধ করা হলো। ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসার সংশ্লিষ্ট উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির নিকট ধান চাষীর তালিকা দ্রুত উপস্থাপনসহ ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষকদের কৃষকের অ্যাপে নিবন্ধন কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করবেন। ৪। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বোরো ধান দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। জেলা তথ্য অফিসার ২। উপজেলা সংগ্রহ মনিটরিং কমিটি (সকল) ৩। উপজেলা কৃষি অফিসার (সকল) ৪। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (সকল)
০৬	ধান সরবরাহের পরিমাণ	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সভায় উল্লেখ করেন যে, নীতিমালা অনুযায়ী ০১ (এক) জন কৃষক সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) বস্তায় ১২০ (একশত বিশ) কেজি ধান এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মে: টন পর্যন্ত ধান এলএসডিতে সরবরাহ করতে পারবেন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সদস্য, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে, অধিক সংখ্যক কৃষকের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য কৃষক প্রতি সর্বোচ্চ ৩.০০০ মে: টন ধান ক্রয়ের জন্য সভায় প্রস্তাব করেন যা উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে উপস্থিত একমত পোষন করা হয়।	এলএসডিতে ধান সরবাহের আগ্রহ বৃদ্ধি ও অধিক সংখ্যক কৃষককে সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে কৃষক প্রতি সর্বনিম্ন ০৩ (তিন) বস্তায় ১২০ (একশত বিশ) কেজি ধান এবং সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মে: টন ধান এলএসডিতে সরবরাহ করতে পারবেন।	উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি
০৭	জেলার ধানের উৎপাদন	জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি জেলায় উৎপাদিত ধান ও চালের তুলনায় প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রা অত্যন্ত কম হওয়ায় আরও অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য-সচিবকে উর্ধ্বতন কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা আহ্বান করার জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে বলেন।	এ জেলায় ধান উৎপাদনের তুলনায় ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহের প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রা অত্যন্ত কম হওয়ায় অতিরিক্ত ধান ও সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রা প্রাপ্তির নিমিত্ত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উর্ধ্বতন কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করবেন।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০৮	কৃষকের তালিকা	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় বলেন, জেলার ০৫ টি উপজেলায় বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে 'কৃষকের অ্যাপ' এর মাধ্যমে হতে ধান সংগৃহীত হবে। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এর ৯(ক) উপ-অনুচ্ছেদের নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলার সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদনের আনুপাতিক হারে ইউনিয়ন/পৌরসভাওয়ারী বিভাজন করবেন। উপজেলা কৃষি অফিসের হালনাগাদ কৃষক তালিকাভুক্ত কৃষকগণ 'কৃষকের অ্যাপ' সফটওয়ারে আবেদন করবেন। আবেদনকারী কৃষকগণের মধ্যে হতে উপজেলা সংগ্রহ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে 'কৃষকের অ্যাপ' সফটওয়ারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় লটারী অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত লটারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন করতে হবে। প্রান্তিক ও মহিলা কৃষকদের অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষক নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট উপজেলার বোরো ধান চাষীদের তালিকা দ্রুততম সময়ের মধ্যে যাতে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করেন সে বিষয়ে সভাপতি মহোদয়ের মাধ্যমে উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পঞ্চগড় এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি চলমান সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে ধান চাষী কৃষকের তালিকা দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণের জন্য গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পঞ্চগড় সভায় জানান যে, ধান চাষী কৃষকদের তালিকা যথাশীঘ্রই উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির নিকট জমা প্রদান করা হবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় উল্লেখ করেন যে, কৃষি বিভাগ হতে প্রাপ্ত কৃষক তালিকা মোতাবেক কৃষকের অ্যাপে আবেদন প্রাপ্তির পর হতে ২/১ দিনের মধ্যে লটারী সম্পন্ন করতে হবে। লটারী সম্পন্ন করার সময় বিজয়ী তালিকার সমপরিমাণ অপেক্ষমান তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে। লটারী বিজয়ী ধান চাষীকে অবশ্যই ০৩ সপ্তাহ বা ২১ দিনের মধ্যে এলএসডিতে ধান সরবরাহ তে হবে। তালিকানিশ্চিত করভুক্ত কোন ধান চাষী যথাসময়ে এলএসডিতে ধান সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত ধান বাতিল করা হবে। তদস্থলে অপেক্ষমান ধান চাষীর তালিকা হতে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ধান ক্রয় করা হবে। লটারীতে নির্বাচিত ও অনুমোদিত ধান চাষীর নিকট হতে বিনির্দেশ সম্মত ধান ক্রয় করা হবে। ধান ক্রয়ের সময় ক্রয়কারী কর্মকর্তা অবশ্যই ধান চাষীর জাতীয় পরিচয়পত্র, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত ধান চাষী সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভুত কারো নিকট হতে ধান ক্রয় করা যাবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কর্মকর্তা এবং মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।	১। উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি ১১/৫/২০২৩ খ্রি: তারিখের মধ্যে সভা আহ্বান করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এর আলোকে ইউনিয়ন/পৌরসভার ধান উৎপাদনের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে নিবন্ধিত কৃষকদের মধ্যে 'কৃষকের অ্যাপ' এর মাধ্যমে লটারী করত: ইউনিয়ন/পৌরসভাওয়ারী বিভাজন করবেন। ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারগণ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ছকে কৃষকদের তালিকা উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির নিকট পেশ করবেন। ৩। 'কৃষকের অ্যাপ' এ নিবন্ধিত কৃষকদের মধ্যে কৃষকের অ্যাপ সফটওয়ারের মাধ্যমে লটারী করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষক নির্বাচন করে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি সংশ্লিষ্ট ক্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন। ৪। কৃষি বিভাগ হতে প্রাপ্ত কৃষক তালিকার মধ্য হতে উপজেলা সংগ্রহ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 'কৃষকের অ্যাপ' সফটওয়ারের মাধ্যমে লটারী সম্পন্ন করতে হবে। লটারী সম্পন্ন করার সময় বিজয়ী তালিকার সমপরিমাণ অপেক্ষমান তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে। লটারী বিজয়ী ধান চাষী অবশ্যই ০৩ সপ্তাহ বা ২১ দিনের মধ্যে এলএসডিতে ধান সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তালিকাভুক্ত কোন ধান চাষী যথাসময়ে এলএসডিতে ধান সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত পরিমাণ ধান বাতিল করা হবে। তদস্থলে অপেক্ষমান ধান চাষীর তালিকা হতে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ধান ক্রয় করা হবে। লটারীতে নির্বাচিত ও অনুমোদিত ধান চাষীর নিকট হতে বিনির্দেশ সম্মত ধান ক্রয় করা হবে। ৫। ধান ক্রয়ের সময় ক্রয়কারী কর্মকর্তা অবশ্যই ধান চাষীর লটারীতে বিজয়ী তালিকা, জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত ধান চাষী সনাক্ত করবেন। তালিকা বহির্ভূত কারো নিকট হতে ধান ক্রয় করা যাবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কর্মকর্তা এবং মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।	১। উপ-পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ৩। উপজেলা কৃষি অফিসার (সকল) ৪। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল) ৫। এলএসডি'র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০৯	চাল সংগ্রহ	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় উল্লেখ্য করেন যে, পঞ্চগড় জেলার উপজেলাওয়ারী প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রা অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এর ১১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বৈধ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্পন্ন সচল ও চুক্তিযোগ্য এবং অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার ১৮/৪/২০২৩ খ্রি: তারিখের ৫২ নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক যেসকল মিল মালিক চুক্তি সম্পাদন করেন নাই সেসকল মিল মালিকগণকে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২৩ এর চাল ক্রয়ের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। বোরো সংগ্রহ ২০২২-২৩ মৌসুমে যেসকল মিল মালিক চুক্তিসম্পাদন করে চাল সরবারাহ করেছেন কেবল সেকল মিলের অনুকূলে বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমের পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতার আনুপাতিক হারে ৩০ কেজির বস্তা মিলকরণ সাপেক্ষে বিভাজিত বরাদ্দ সভায় উপস্থাপন করা হয় (পরিশিষ্ট 'ক')। জনাব মোঃ আজিজুল হক, সভাপতি, জেলা চালকল মালিক সমিতি এর প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা চালকল মালিক সমিতি, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় সভায় বলেন যে, বিগত সংগ্রহ মৌসুম পর্যালোচনায় দেখা যায়, পঞ্চগড় জেলার চালকল মালিকগণ প্রত্যেক সংগ্রহ মৌসুমে বরাদ্দকৃত চাল এলএসডিতে সরবরাহ করেন।	অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এর ১১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বৈধ, সচল ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্পন্ন সচল মিলসমূহের অনুকুলে পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতার আনুপাতিক হারে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রস্তাবিত বিভাজন সভায় আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় (পরিশিষ্ট 'ক')। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এর ২৮ অনুচ্ছেদ এর উপ-অনুচ্ছেদ 'গ' এর ২ নং কার্যপরিধি অনুযায়ী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব যে উপজেলায় একাধিক সংগ্রহকেন্দ্র রয়েছে সেই উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রাকৃত চাল কেন্দ্রভিত্তিক উৎপাদনের আনুপাতিকহারে বিভাজন করবেন।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পঞ্চগড়
১০	মিলারদের সাথে চুক্তি সম্পাদন	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় উল্লেখ করেন যে, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ এর ধারা ১১ এর বিধানমতে বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে বিভাজিত পরিশিষ্ট "ক" মোতাবেক বৈধ লাইসেন্সধারী ও সচল সিদ্ধ চালকলের সাথে সরকার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, চুক্তিযোগ্য মিলারের আবেদন, খালিবস্তা ও চালের জামানত বাবদ প্রদেয় পৃথক ২টি পে-অর্ডারসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। জনাব মোঃ আজিজুল হক, সভাপতি, জেলা চালকল মালিক সমিতি এর প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আলী, সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা চালকল মালিক সমিতি, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় মিলারদের সাথে চুক্তির মেয়াদ আরও ০৭ (সাত) দিন বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করেন। এ প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য উর্ধ্বতন কার্যালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	১। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ বিভাজন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বৈধ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সঠিক রয়েছে মর্মে পুনরায় নিশ্চিত হয়ে মিলারের আবেদন, খালিবস্তা ও চালের জামানত বাবদ প্রদেয় পৃথক ২ টি পে-অর্ডারসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করবেন। ২। মিলারদের সাথে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উর্ধ্বতন কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করবেন। ৩। কোন চালকল মালিক বিভাজিত পরিমাণ চাল সরবরাহের চুক্তি সম্পাদন না করলে অথবা চুক্তি সম্পাদন করে চাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে কিংবা সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হলে সেসব মিলের নির্ধারিত পরিমাণ অ-চুক্তিকৃত বা অসরবরাহকৃত চাল দ্রুত সংগ্রহের স্বার্থে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলা সংগ্রহ কমিটির সভা আহ্বান করে ইতোমধ্যে মূল চুক্তির সমুদয় চাল পরিশোধকারী আগ্রহী মিলারদের অনুকূলে পুনঃবরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন। ৪। সংগ্রহকালীন সময়ে উর্ধ্বতন কার্যালয় হতে পুন: বরাদ্দ/অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মূল বরাদ্দকৃত পরিমাণ চাল পরিশোধকারী মিলারগণের মধ্যে সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৫। সংগ্রহ সফল করার লক্ষ্যে কোন উপজেলায় যদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকে বা পর্যাপ্ত খালি জায়গা না থাকে তবে যে উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা থাকবে সে উপজেলায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করতে পারবেন। এছাড়াও কোন কারণে জেলায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকলে সংগ্রহের অবশিষ্ট ধান/চাল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতিকে অবহিত করে বিভাগের মধ্যে সংগ্রহের স্বার্থে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে সমর্পন করতে পারবেন।	১। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ২। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১	গম, ধান ও সিদ্ধ চালের মূল্য পরিশোধ	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় উল্লেখ করেন যে, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী ধান ও চালের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মিলার/কৃষকের ব্যাংক হিসাব নম্বরে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কৃষকদের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎপাদক/কৃষকের সরবরাহকৃত ধানের মূল্য এ্যাকাউন্ট পেয়িং WQSC তে ব্যাংক হিসাব নম্বর উল্লেখ করে কৃষকের নিজ নিজ ব্যাংক এ্যাকাউন্টে ধান ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।	সংগৃহীত ধান ও চালের মূল্য মিলার/কৃষকের ব্যাংক হিসাবের অনুকূলে নীতিমালা অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পেয়িং ব্যাংক বাধ্যতামূলকভাবে কৃষক/মিলারের ব্যাংক হিসাব (একাউন্ট) নম্বরে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।	১। সংশ্লিষ্ট পেয়িং ব্যাংক ২। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল) ৩। সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১২	সরকারি বিনির্দেশ সম্মত গম, ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহ	জেলা প্রশাসক ও সভাপতি অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এবং এতদসংক্রান্ত সর্বশেষ নির্দেশনাসমূহ শতভাগ অনুসরণপূর্বক গম, ধান ও চাল সংগ্রহ করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। এ বিষয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় উল্লেখ করেন যে, অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এর ১৬ (গ) নং উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক আনীত চাল দৃশ্যত: বিনির্দেশ বহির্ভূত হলে ক্রয়কেন্দ্রের কর্মকর্তা নমুনা সংরক্ষণ করে তা ফেরত দিবেন। কোন মিলের চাল একাধিকবার বিনির্দেশ বহির্ভূত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হলে সম্পাদিত চুক্তি ও বরাদ্দ বাতিল হওয়ার বিষয়টি সভায় অবহিত করেন। তিনি আর ও উল্লেখ্য করেন যে, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা'র ০৩/০৫/২০২৩ খ্রি: তারিখের ৭৩ নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক চুক্তি সম্পাদনকারী হাসকিং চালকলের চাল সর্টিং (Sorting) করে এলএসডিতে সরবরাহ করতে হবে। তিনি সভায় অবহিত করেন যে, পরবর্তীতে অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেলে সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া তিনি কৃষক/মিলার কর্তৃক সরবরাহকৃত ধান ও চালের বস্তায় সরকাররি নির্দেশনা মোতাবেক ডিজিটাল স্টেনসীল প্রদানের বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেন।	১। ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিনির্দেশ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কর্মকর্তা, মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা সতর্ক থাকবেন যাতে কোন অবস্থাতেই অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ এ উল্লিখিত বিনির্দেশ বহির্ভূত গম, ধান ও চাল ক্রয় করা না হয়। ২। কোন চালকল মালিক বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল এলএসডিতে নিয়ে আসলে সংগ্রহ নীতিমালা'র ২০১৭ এর ১৬ (গ) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং চালকল মালিক/প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে নমুনা সংগ্রহ করে সীলাগালা করত: রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে চাল ফেরত দিবেন। কোন মিলের চাল একাধিকবার বিনির্দেশ বহির্ভূত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হলে সম্পাদিত চুক্তি ও বরাদ্দ বাতিল হবে । ৩। চুক্তি সম্পাদনকারী হাসকিং চালকলের চাল সর্টিং (Sorting) করে এলএসডিতে সরবরাহ করতে হবে। ৪। চলমান বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে পরবর্তীতে অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । ৫। সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা'র ০৭/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৯৭৩ নম্বর স্মারকের নির্দেশনা অনুযায়ী বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে বস্তার যে পার্শ্বে উৎপাদন কাল, খাদ্য অধিদপ্তরের মনোগ্রাম/তথ্য থাকবে সে পার্শ্বে জেলা/উপজেলা/ সিএসডি/এলএসডি'র নাম, চালের প্রকার, উৎপাদন সন, মিলারের নাম ইত্যাদি কোড আকারে স্টেনসিলের মাধ্যমে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিভাজনের ক্রমিক নম্বরটি সংশ্লিষ্ট মিলের কোড নম্বর হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।	১। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল) ২। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কারিগরি ৩। কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক ৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল এলএসডি)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৩	গম, ধান ও সিদ্ধ চাল সংগ্রহ গতি ত্বরান্বিত	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সদস্য সচিব সভায় অবহিত করেন যে, বর্তমানে ধান ও চালের বাজার দর সংগ্রহ মূল্যের অনুকূলে থাকায় গম, ধান ও চাল সংগ্রহ কার্যক্রমের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের নিকট হতে ধান সংগ্রহের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ে 'কৃষকের অ্যাপ' এ কৃষক নিবন্ধনসহ কৃষক তালিকা সরবরাহের জন্য কৃষি বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া লক্ষ্যমাত্রাকৃত চাল সংগ্রহের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংগ্রহের নিমিত্ত উপস্থিত সকল সদস্যের সহযোগীতার জন্য সভায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি জারিকৃত নীতিমালার আওতায় সুষ্ঠুভাবে বিনির্দেশ মানের বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করেন।	১। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পঞ্চগড় প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান সংগ্রহ করার জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে ধান চাষীদের 'কৃষকের অ্যাপ' এ কৃষক নিবন্ধনসহ তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির নিকট পেশ করার জন্য তার অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। ২। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা-২০১৭ এবং এতদসংক্রান্ত সর্বশেষ নির্দেশনাসমূহ শতভাগ অনুসরণপূর্বক ধান ও চাল সংগ্রহের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ৩। জারিকৃত নীতিমালার আওতায় সুষ্ঠুভাবে বিনির্দেশ মানের বোরো সংগ্রহ ২০২৩ মৌসুমের ধান ও চাল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হবে।	১। জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি ২। সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসার ৩। সংশ্লিষ্ট উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মো: জহুরুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক
পঞ্চগড়
ও
সভাপতি
জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
পঞ্চগড়।
www.dgfood.gov.bd
food.panchagarh.gov.bd

স্মারক নং- ১৩.০১.৭৭০০.০০৮.৪৫.০০২.২৩. ৫৫৯ তারিখঃ ০৯/৫/২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপি- সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। জনাব এ্যাডভোকেট মোঃ নুরুল ইসলাম সুজন, মাননীয় সংসদ সদস্য-০২, মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও উপদেষ্টা, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড়।
২। জনাব মোঃ মজাহারুল হক প্রধান, মাননীয় সংসদ সদস্য, পঞ্চগড়-০১ ও উপদেষ্টা, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড়।
৩। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৭। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড়।
৮। পুলিশ সুপার, পঞ্চগড়।
৯। চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, পঞ্চগড়।
১০। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সদস্য জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড়।
১১। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড়।
১২। উপজেলা চেয়ারম্যান, পঞ্চগড় সদর/বোদা/দেবীগঞ্জ/আটোয়ারী/তেতুঁলিয়া, পঞ্চগড়।
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পঞ্চগড় সদর/বোদা/দেবীগঞ্জ/আটোয়ারী/তেতুঁলিয়া, পঞ্চগড়।
১৪। মেয়র, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড়।
১৫। জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ও সদস্য, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড়।
১৬। জনাব মোঃ আজিজুল হক, সভাপতি, জেলা চালকল মালিক সমিতি ও সদস্য, জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড়।
১৭। জনাব মোঃ আবু সারোয়ার বকুল, কৃষক প্রতিনিধি ও সদস্য জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড়। ।
১৮। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পঞ্চগড় সদর/বোদা/দেবীগঞ্জ/আটোয়ারী/তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। অবগতি ও জেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতঃ দ্রুত সময়ের মধ্যে উপজেলা খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির বোরো সংগ্রহ/২০২৩ এ ধান ও চাল সংগ্রহের নিমিত্ত সভা অনুষ্ঠান করত: আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলার বৈধ লাইসেন্সধারী, সচল, উৎপাদনে সক্ষম ও চুক্তিযোগ্য মিলের আবেদন গ্রহণ পূর্বক বস্তার মূল্য বাবদ এবং চালের জামানত বাবদ প্রদেয় পৃথক ২টি পে-অর্ডার যাচাই করে সুপারিশসহ সরকার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চুক্তির জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে অগ্রগামী করার জন্য বলা হল। কোন অবস্থাতেই ভৌত অবকাঠামো বিহীন, লাইসেন্সবিহীন, উৎপাদনে অক্ষম, অচল ও চুক্তির অযোগ্য মিলের আবেদন চুক্তির জন্য অত্র দপ্তরে প্রেরণ করা যাবে না।
১৯। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কারিগরী, পঞ্চগড়। সংগ্রহ নীতিমালা ও এ সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা পরিপালন করতঃ শতভাগ বিনির্দেশ সম্মত বোরো/২০২৩ ধান সংগ্রহের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সিএসডি গুলি নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের'এলএসডি/ জন্য অনুরোধ করা হলো।
২০। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পঞ্চগড় সদর/বোদা/সাকোয়া/দেবীগঞ্জ/ফকিরগঞ্জ/মির্জাপুর/ভজনপুর/তেঁতুলিয়া এলএসডি, পঞ্চগড়। উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্র/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কৃষক সনাক্ত করণ পূর্বক সংগ্রহ নীতিমালা ও এ সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা পরিপালন করতঃ শতভাগ বস্তায় সরকারি বিধি মোতাবেক স্টেনসীল প্রদান পূর্বক বিনির্দেশ সম্মত বোরো/২০২৩ ধান ও চাল সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা হলো। কোন অবস্থাতেই বস্তায় স্টেনসীল বিহীন এবং বিনির্দেশ বহির্ভূত বোরো ধান সংগ্রহ করা যাবে না।
২১। কারিগরী খাদ্য পরিদর্শক, পঞ্চগড়। সংগ্রহ নীতিমালা ও এ সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা পরিপালন করতঃ শতভাগ বিনির্দেশ সম্মত বোরো/২০২৩ মৌসুমের ধান ও চাল সংগ্রহের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলএসডি গুলি নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা' গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
২২। দপ্তর নথি।

(মো: রেজাউল হক খন্দকার)
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত)
ও
সদস্য সচিব
জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি, পঞ্চগড়।
ফোন নং-০৫৬৮-৬১৩১১।
E-mail:- dcfpancha@gmail.com